

কেবল ঈশ্বর একটি উপায় যোগান দিতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর মহা প্রেমে আমাদের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠালেন, আমাদের সকল মন্দ কর্ম ও বিরোধী মনোভাব হেতু যিনি মূল্য দিলেন।

যিনি (খ্রীষ্ট) পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি (ঈশ্বর) আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে (খ্রীষ্ট) ঈশ্বরের ধার্মিকতা-স্বরূপ হই।

শান্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শান্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন।

আর তিনি কৈফাকে (পিতরকে), পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন; তাহার পরে একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন.....

ইনি (যীশু) তাঁহার প্রত্যাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া উর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।  
(২ করিন্থীয় ৫: ২১; ১ করিন্থীয় ১৫: ৩৮-৪; ৫-৬ক; ইব্রীয় ১: ৩)

### পাপস্বীকার ও বিশ্বাস

প্রভু যীশুর উৎসর্গীকৃত মৃত্যুতে যারা তাদের বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা এখন আশা, শান্তি ও আনন্দ জানতে পারবে। “চিরদিনের জীবন” নামে ঈশ্বরের উপহার তাদের সকলের জন্য নিশ্চিত হয়েছে, যারা তাদের সকল পাপ স্বীকার করে, এবং খ্রীষ্টের পরিত্রাণ-রূপ দান গ্রহণ করে:

আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।

ঈশ্বর-দেয় সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি বর্তে- কারণ প্রভেদ নাই; কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে- উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়। তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা, প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান— কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান।  
(১যোহান ১: ৮ - ৯; রোমীয় ৩: ২২ - ২৬ক)

### চিরদিনের জীবন ঈশ্বরের এক উপহার

এখন এই মহাদান ‘চিরদিনের জীবন’ ঈশ্বরের এক বিনামূল্যে উপহার, যা আমাদের পক্ষে তাঁর প্রচুর প্রেম থেকে প্রত্যেক জনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। বাইবেলে প্রতিজ্ঞাত ‘চিরদিনের জীবন’ সর্ব পূর্ণতায় সমৃদ্ধ, যেখানে ঈশ্বরের অনন্ত উপস্থিতিতে থাকবে উল্লাস, আনন্দ ও শান্তি।

কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।

কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ গ্লান না করে।

(রোমীয় ৬ : ২৩; ইফিসীয় ২: ৮ - ৯)

### প্রার্থনা:

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমার সকল পাপ ও মন্দ কর্ম আমি স্বীকার করি। আমার বিশ্বাস, আমার পাপরাশি হেতু প্রভু যীশু মরলেন ও পুনরুত্থিত হলেন, যেন আমি ক্ষমা পাই ও এখানে এবং এর পরে চিরকাল এক উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন জানতে পারি। আমেন।

### বিশদ বিবরণ জানবার ঠিকানা:

THE BIBLE SOCIETY OF INDIA  
16 HALL ROAD  
RICHARDS TOWN  
BANGALORE - 560 005

BIBLE HOUSE  
SYNOD CONFERENCE CENTRE  
MISSION VENG,  
AIZAWL - 796 001, MIZORAM

# চিরদিনের জীবন



এর সর্ব পূর্ণতায়  
ও  
মহিমায়

Published by: BSI  
LIFE FOR EVER (EASA) - Bengali  
50S 0715/2020-21/50M ISBN 81-221-3122-0  
ISBN 978-81-221-3122-2

## প্রিয় বন্ধু :

আপনি চিরদিন জীবিত থাকতে চান?  
হয়তো আপনি উত্তর দেবেন ‘হ্যাঁ’; কিন্তু আপনাকে সর্ব প্রকার  
রোগ, যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে মুক্ত হতে হবে!  
পক্ষান্তরে, জীবন সংক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত। জীবনের অনিশ্চয়তা  
আমাদের বিশ্বয় জাগায় :

- ♦ জীবনের উদ্দেশ্য কী?
- ♦ জীবন কি প্রকৃতির নিছক এক দুর্ঘটনা?
- ♦ মৃত্যু কি জীবনের অন্তিম দশা?
- ♦ মৃত্যুর পরে যদি এক জীবন থাকে,  
সেটা কোথায় হবে?



## সত্য অনুসন্ধান করুন

এই প্রশ্নগুলি আমাদের চিন্তার মধ্যে রয়েছে, এবং এখনও আমরা  
কোন সিদ্ধান্তমূলক উত্তর খুঁজে পাই না। পক্ষান্তরে, যারা  
ঐকান্তিকতায় ও প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরীয় সত্য অনুসন্ধান করে,  
ঈশ্বরের বাক্য-পবিত্র বাইবেল তাদের সকলকে নিম্নলিখিত  
প্রতিজ্ঞাগুলি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেয়:

...যাচঞ কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে ; অন্বেষণ কর  
পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া  
যাইবে। কেননা যে কেহ যাচঞা করে, সে গ্রহণ করে, এবং যে  
অন্বেষণ করে, সে পায় আর যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্য  
খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

শুন, কেননা আমি উৎকৃষ্ট কথা কহিব, আমার  
ওষ্ঠাধরের বিকাশ ন্যায়-সঙ্গত। আমার মুখ সত্য কহিবে।

কেননা যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়, এবং  
সদাপ্রভুর অনুগ্রহ ভোগ করে। কিন্তু যে আমার বিরুদ্ধে পাপ

করে, সে আপন প্রাণের অনিষ্ট করে; যে সকল লোক আমাকে  
দ্বেষ্ট করে, তাহারা মৃত্যুকে ভালবাসে।

(লুক ১১: ৯খ-১০; হিতোপদেশ ৮: ৬-৭; ৩৫-৩৬)

## পাপ হেতু সবাই অপরাধী

অনেক সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য অনুসন্ধান করার বদলে  
মানুষ অন্যত্র সত্য খুঁজে বেড়ায়, এবং নিজেরা মায়ার বাঁধনে  
থাকে। কিছু মানুষ ক্ষনিক আনন্দের খোঁজে ক্ষতিকারক ঔষধ ও  
সুরা পান করে ও অন্যান্য মন্দ অভ্যাসে লিপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে,  
তারা তাদের অন্তরের গভীরে শূন্যতা দেখতে পায় ও নিজেদের  
অপরাধ অনুভব করে।

কেউ কেউ ধর্মানুষ্ঠানের রীতিনীতিতে, তীর্থ-স্থানে, দানশীলতায় ও  
সৎকর্মে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক জন জীবনের পক্ষে তাদের  
অন্বেষণে ক্ষমতা, পদ ও লালিত্যের পিছনে দৌড়ায়। তবুও তাদের  
হৃদয়ে অতৃপ্তির অনুভূতি থেকেই যায়। অপরাধের এই অনুভূতি ও  
অপূর্ণতা পাপের (ভুল কাজের) পরিণতি, যা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে  
আমরা করি। বাইবেল আমাদের জানায় যে অবশেষে আমরা যা  
করি বা করি না, তা পাপ নয়, কিন্তু আমাদের মানবিক স্বভাব মন্দ  
কাজ করে। সকল মানব-জাতির অস্তিত্বে এমনই দশা। অতএব,  
ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জানায় যে পাপ হেতু সবাই অপরাধী, এবং  
কেউ ঈশ্বরের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না।

সকলেই বিপথে গিয়াছে, তাহারা একসঙ্গে অকর্মণ্য হইয়াছে;  
সৎকর্ম করে এমন কেহই নাই, এক জনও নাই।  
কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন  
হইয়াছে।

(রোমীয় ৩: ১২, ২৩)

## অন্তরে বিবাদ

আন্তরিকতা সহকারে আমরা সকলে ভাল কাজ করতে চাই, কিন্তু  
মন্দ ভাবে কাজ শেষ করি। এই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে আমরা  
নিজেদের পুরোপুরি অসহায় দেখতে পাই। বাইবেলে এক মহৎ  
বিদ্বান ও দার্শনিক মানুষ আমাদের চোখে পড়ে, যাঁর নাম সাধু  
পৌল, যিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ব্যক্ত করলেন, যা আমাদের  
প্রত্যেক জনের অভিজ্ঞতা:

আমি যাহা সাধন করি, তাহা জানি না; কেননা আমি যাহা ইচ্ছা  
করি, তাহাই যে কাজে করি, এমন নয়, বরং যাহা ঘৃণা করি,  
তাহাই করি।

যেহেতুক আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার মাংসে,  
উত্তম কিছুই বাস করে না; আমার ইচ্ছা উপস্থিত বটে, কিন্তু  
ক্রিয়া সাধন উপস্থিত নয়। কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি, সেই  
উত্তম ক্রিয়া করি না; কিন্তু মন্দ, যাহা ইচ্ছা করি না, কাজে  
তাহাই করি। পরন্তু যাহা আমি ইচ্ছা করি না, তাহা যদি করি,  
তবে তাহা আর আমি সম্পন্ন করি না, কিন্তু আমাতে বাসকারী  
পাপ তাহা করে।

দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে  
নিস্তার করিবে?

(রোমীয় ৭ : ১৫; ১৮ - ২০, ২৪)

## ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও পরম দয়া

বাইবেল আমাদের জানায় যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, প্রেমময়  
ও ন্যায়বান। প্রেমময় ঈশ্বর সর্বদা আমাদের ক্ষমা করতে চান।  
পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের ন্যায় বিচার আমাদের পাপরাশির দণ্ড দিতে  
আহ্বান জানায়। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপ আমাদের পৃথক করে।  
আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর কোন সম্পর্ক রাখতে পারেন না, যত দিন  
অবধি আমাদের জীবনে পাপ থাকে। ঈশ্বর আশা রাখেন, তার  
প্রতি আমাদের সকল পাপ ও বিরোধিতা থেকে আমরা যেন  
অনুতপ্ত হইঃ

.... তুমি কি এই মীমাংসা করিতেছ যে, তুমি ঈশ্বরের বিচার  
এড়াইবে? অথবা তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও  
চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর  
ভাব যে তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি  
জান না? কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং অপরিবর্তনশীল চিত্ত  
অনুসারে তুমি আপনার জন্য এমন ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ, যাহা  
ক্রোধের ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের দিনে আসিবে।

তিনি (ঈশ্বর) ত প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্য্যানুযায়ী ফল  
দিবেন, সৎক্রিয়ায় ধৈর্য্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও  
অক্ষয়তার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন;  
কিন্তু যাহারা প্রতিযোগী এবং সত্যের অবাধ্য ও অধার্মিকতার  
বাধ্য, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্রেশ ও সঙ্কট বর্তিবে।

(রোমীয় ২: ৩খ - ৮)

## ঈশ্বর এক উপায় যোগান দেন

বাইবেল আমাদের জানায় যে প্রথম সৃষ্ট নর (আদম) ও নারী (হবা)  
দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা সমগ্র মানব-জাতির ওপরে পাপ  
আনলো। সেই সময় থেকে কষ্ট ও মৃত্যু মানব-জাতিকে শাসন  
করছে। প্রেমময় ঈশ্বরের বিপক্ষে আমাদের আত্ম-কেন্দ্রিক ও  
বিরোধী মনোভাব এই দুর্গতির কারণ। জন্ম থেকে সঞ্চারিত  
রোগের বিষের মত প্রত্যেক মানুষের সমস্যা হয়েছে।

